আধুনিক যান

কামরুন নাহার

alorkona@yahoo.com

রাঙামাটির পাহাড়ি, চতুর , খেয়ালি পথ ধরে
ছন্দোবদ্ধ পায়ে তোমাকে আসতে দেখে দৌড়ে দৌড়ে
বিস্ময়ে থমকে বলি, ওমা! স্বপ্নলব্ধ! কে গো তুমি!
চিতাবাঘের দুরন্ত পায়ে চাকাগুলো ছোঁয় না ভূমি।
আতঙ্কে জিভ ঝুলিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকি বিমূঢ়,
দুর্ঘটনার শিকার, হব ভোরের উষ্ণ খবর,
তবু পুরনো ঘটনা ঘটে না নতুন শতাব্দীতে,
এক ফোঁটা রক্তও ঝরে না পথে,
একটা তুলোর বল ছুঁয়ে যায় কোমল শরীর,
শিহরণে করে শিরশির,
তখনি গড়িয়ে পড়ে নিশ্চিত মৃত্যুর গিরিখাদে,
জ্বালানি তেল, গ্যাসের সাথে
বিস্ফোরণের নিনাদ নৈশব্দকে ভাঙার আগেই
কানে আঙুলগুলো ঢোকাই,
আগুনের কাটাজিভে বিদ্যুৎপিষ্ট হবার আগেই
চোখে ধূসর পর্দা চাপাই।

কিন্তু একি! কিছুই তো নেই।
ধুলোঝাড়া মোরগের মতো তুমি সোজা দাঁড়িয়েই
গুপ্তধন মস্ত লেজ এদিক সেদিক নেড়ে নেড়ে
জলচর নেমে গেলে কর্ণফুলির জলের নীড়ে ,
পিছে পিছে ভিজে ভিজে হাপুস হুপুস করে যুঝে
গদগদ স্বরে বলি, রূপান্তরিত! কে গো তুমি!
তখনি লুকনো ডানা মেলে ঝাপটাতে ঝাপটাতে
বলাকা হয়ে হারালে সলমা রোদের ইশারাতে॥

———————————————————

কবিতার ব্যাখ্যা: এ কবিতার মধ্যে দিয়ে ভবিষ্যতের একটি আধুনিক যানের ছবি আঁকা হয়েছে। কল্পনা করছি, রাঙামাটির আঁকাবাকা পথে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ একটি গাড়ি ছুটে আসতে দেখে বিস্মিত হই। সেটা চিতাবাঘের মতো দ্রুতগতিসম্পন্ন। সচরাচর যেমন দুর্ঘটনা ঘটে, সেরকম কিছু ঘটবে ভাবছি। হয়তো ভোরের কোনো দৈনিকের খবর হব। অর্থাৎ আমার আহত বা নিহত ছবি ছাপা হবে। কিন্তু নতুন শতাব্দীর গাড়িটি বিস্ময়কর প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি। তার শরীর এতো নরম যে, তা আমাকে আঘাত করলেও কোনো রক্তপাত ঘটল না। বরং মনে হলো যেন একটা তুলোর বল শরীর ছুঁয়ে গেলো। আমাকে ধাক্কা দিয়ে গাড়িটি গড়িয়ে পড়ল নিশ্চিত মৃত্যুর গিরিখাদে। জ্বালানি তেল বা গ্যাসে আগুন ধরার পর একটা বিকট বিস্ফোরণ ঘটবে - সেই ভয়ে আগেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। কিন্তু কিছুই ঘটে না। কারণ আমি জানতাম না, এ গাড়ি জ্বালানি ছাড়াই চলে। বরং ধুলোঝাড়া মোরগের মতো সেই যান গা ঝেড়ে অক্ষত অবস্থায় উঠে দাঁড়ায়। আরো বিস্ময় সৃষ্টি করে, যখন সে তার গুপ্ত লেজ বের করে কর্ণফুলি নদীতে নেমে যায়। তার সাথে সাঁতার কাটতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠি, কারণ সে জলেও সমান দক্ষ। কিছু দূর গিয়ে সে আবারো নিজের চেহারা বদলে ফেলে পাখা মেলে উড়ে যায় আকাশে ।

এখানে ভাবা হচ্ছে, এমন এক যান ভবিষ্যতে আসছে, যে যান একই সাথে জলে স্থলে আকাশে চলতে পারবে। প্রয়োজন মতো এর আকার বদলে ফেলবে। একই সঙ্গে গাড়ি, সাবমেরিন এবং বিমানের কাজ করতে পারবে।